মুসাফির বাংলা ইস্কুল

HSC , UniAd , JOB , BCS

➡ সন্ধি

- পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

মুসাফির রাহাদ

বিএ(অনার্স),এমএ(বাংলা)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লেকচারার (বাংলা)
শহীদ আনোয়ার কলেজ,ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
মুন্সি আব্দুর অউফ কলেজ,পিলখানা বিজিবি ex
বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকা ex
Amicus Law Academy,Oracle BCS, S@ifurs BCS
Guardian BCS , IconPlus University Admission
Ex –UCC,Uniaid Admission Coaching

01687 600 698
YouTube - Musafir Rahad
Facebook – Musafir Rahad Sir

MUSAFIR RAHAD

পুরুষ ও স্ত্রী বাচক শব্দ

মামা- মামী (ঈ)
জেলে- জেলেনী (নী)
নায়ক- নায়িকা (ইকা)

সাধারণত পুরুষবাচক শব্দ থেকে স্ত্রী বাচক করা হয় প্রত্যয়ের মাধ্যমে।

যদি প্রত্যয় সাধিত না হয় ,তাহলে বিশেষ নিয়মে সাধিত হয় ।
বাবা – মা ,ভাই –বোন ,সম্রাট – সম্রাজ্ঞী ।

MUSAFIR RAHAD SIR

পুরুষ ও স্ত্রী বাচক শব্দ

দুই প্রকার

১। সাধারণ অর্থ (ছেলে –মেয়ে,ছাত্র- ছাত্রী)
২। পতি পত্নি অর্থ (বাবা- মা , ভাই- ভাবী)

MUSAFIR RAHAD SIR

পুরুষ ও স্ত্রী বাচক শব্দ

- নী প্রত্যয় (অবজ্ঞা)

ডাক্তারনী,
মাস্টারনী
জমিদারনী

- ইকা প্রত্যয় (ক্ষুদ্র অর্থে)

নাটিকা
পুস্তিকা
মালিকা
গীতিকা

MUSAFIR RAHAD SIR

পুরুষ ও স্ত্রী বাচক শব্দ

✓ আনী প্রত্যয় (বৃহৎ)

বনানী
অরণ্যানী
হিম – হিমানী (জমাটবদ্ধ)

গুরুত্বপূর্ণ

- একটি পুরুষবাচকের দুটি স্ত্রী বাচক ।
- নিত্য পুরুষ ও নিত্য স্ত্রী বাচক ।

MUSAFIR RAHAD SIR

সন্ধি

বিদ্যালয়
বিদ্যা + আলয়

- পাশাপাশি দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে।

সন্ধি
- বাংলা: স্বর, ব্যঞ্জন
- তৎসম: স্বর, ব্যঞ্জন, বিসর্গ

- সন্ধি মূলত দুই প্রকার ।
- সন্ধি মোট তিন প্রকার।

MUSAFIR RAHAD SIR

বাংলা সন্ধি

✓ শতেক , রূপালি , নিন্দুক , কুড়িক

✓ ছোড়দা ,চাট্টি , নাজ্জামাই , সাশশ, নাতবৌ, কাঁচকলা ।

MUSAFIR RAHAD SIR

বিসর্গ সন্ধি

✓কোন শব্দের মাঝখানে

ও-কার, র,রেফ,শ,ষ,স

থাকলে ,এগুলোর পরিবর্তে ঃ বসে।

- সদ্যোজাত = সদ্য + জাত
- নিশ্চয় = নিঃ + চয়
- নিষ্কাম = নিঃ + কাম
- নমস্কার
- দুর্বার
- নিরাকার

MUSAFIR RAHAD SIR

ব্যঞ্জন সন্ধি

- **বর্গের ৩য় বর্ণ = ১ম বর্ণ**
- দিগন্ত = দিক্ + অন্ত
- সুবন্ত = সুপ্ + অন্ত
- বাগদান = বাক্ +দান
- উদ্যম = উৎ + যম
- উদ্ভব

MUSAFIR RAHAD SIR

ব্যতিক্রম

- **নীরব = নিঃ + রব**
- **নীরস**
- **নীরক্ত**
- **নীরোগ**

MUSAFIR RAHAD SIR

ব্যঞ্জন সন্ধি

✓জ্জ, চ্চ, ল্ল, ন্ন, ন্ম, ট্ট, ড্ড= ৎ (পদ,বিপদ,বদ = দ্)

- যাবজ্জীবন = যাবৎ + জীবন
- উচ্চারণ = উৎ + চারণ
- উল্লেখ
- উন্নয়ন
- মৃন্ময়
- বজ্জাত = বদ্ + জাত

MUSAFIR RAHAD SIR

ব্যঞ্জন

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড/ড়	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম

MUSAFIR RAHAD SIR

ব্যঞ্জন সন্ধি

✓চ্ছ = ৎ + শ

- চলচ্ছক্তি = চলৎ + শক্তি
- উচ্ছৃংখল
- উচ্ছ্বাস

✓ চ্ছ = ছ

- বিচ্ছেদ = বি + ছেদ
- পরিচ্ছেদ = পরি + ছেদ
- আচ্ছাদন
- বিচ্ছিন্ন

MUSAFIR RAHAD SIR

ব্যঞ্জন সন্ধি

✓দ্ধ = ৎ + হ

- উদ্ধার = উৎ + হার
- উদ্‌ধৃত
- তদ্ধিত
- পদ্ধতি

MUSAFIR RAHAD SIR

নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধি

- মনীষা – হরিশ্চন্দ্র
- একাদশ – ষোড়শ
- হিংস্র – গোষ্পদ
- বৃহস্পতি – বনস্পতি
- পরস্পর – আস্পদ
- তস্কর – আশ্চর্য
- বিশ্বামিত্র – পতঞ্জলি

MUSAFIR RAHAD SIR

ব্যঞ্জন সন্ধি

➢নাসিক্য বর্ণ / ং = ম্

- সন্তান = সম্ + তান
- সংসার = সম্ + সার
- সম্মান
- সংবাদ
- কিংবা
- বারংবার

MUSAFIR RAHAD SIR

বিশেষ নিয়মে ব্যঞ্জন সন্ধি

সংস্কৃতি

পরিষ্কার

পরিষ্কৃত

উত্থাপন

সংস্কার

সংস্কৃত

উত্থান

MUSAFIR RAHAD SIR

ব্যঞ্জন সন্ধি

➢তত্ত্ব – হৃৎপিণ্ড – তৎকালীন

তদ্‌+ ত্ব– হৃদ্‌+ পিণ্ড– তদ্‌+ কালীন

➢যজ্ঞ – রাজ্ঞী

যজ্‌+ ন– রাজ্‌+ নী

➢বৃষ্টি – ষষ্ঠ – কৃষ্টি

বৃষ্‌+ তি– ষষ্‌+ থ– কৃষ্‌+ তি

MUSAFIR RAHAD SIR

স্বর সন্ধি

- অ/আ + অ/আ = আ
- আ/আ+ ই/ঈ = এ
- অ/আ + উ/ঊ = ও
- অ/আ + ঋ = অর/আর
- অ/আ + এ/ঐ = ঐ
- ই/ঈ + ই/ঈ = ঈ
- উ/ঊ + উ/ঊ = ঊ
- অয় – এ　　আয় – ঐ
- অব – ও　　আব – ঔ

MUSAFIR RAHAD SIR

স্বর সন্ধি

- য/ য –ফলা = ি/ী + ...

- অত্যুক্তি = অতি + উক্তি
- প্রত্যেক
- সত্য
- প্রত্যূষ
- উপর্যুক্ত

MUSAFIR RAHAD SIR

স্বর সন্ধি

- ব / ব-ফলা = ু/ূ + ...

- অন্বিত = অনু + ইত
- পশ্বাচার
- বধ্বাগমন

MUSAFIR RAHAD SIR

নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি ...

- প্রৌঢ় - দশার্ণ - প্রেষণ

স্বৈর - কুলটা - স্বৈরিণী

অন্যান্য

রক্তোষ্ঠ-গবাস্থি-অক্ষৌহণী-শারঙ্গ

গবাক্ষ

মার্তণ্ড

সীমন্ত

শুদ্ধোদন

MUSAFIR RAHAD SIR

সন্ধি

সন্ধিঃ সন্নিহিত দুইটি ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি। যেমন - আশা + অতীত = আশাতীত। হিম + আলয় = হিমালয়। প্রথমটিতে আ + অ = আ (া) এবং দ্বিতীয়টিতে অ + আ = আ (া) হয়েছে।

*** সন্ধি শব্দটিও সন্ধির নিয়মে গঠিত যেমনঃ-**

সম্+ধি=সন্ধি

সন্ধির উদ্দেশ্য :

১। স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজ প্রবণতা।

২। ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন।

সন্ধির প্রকারভেদ :-

বাংলা শব্দের সন্ধি দুই রকমের -

১) স্বরসন্ধি ২। ব্যঞ্জনসন্ধি

তৎসম শব্দের সন্ধি তিন প্রকারের -

১) স্বরসন্ধি ২। ব্যঞ্জনসন্ধি ৩। বিসর্গসন্ধি

স্বরসন্ধির আলোচনা

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনকে স্বরসন্ধি বলে।

যথাঃ হিম + অচল= হিমাচল, শুভ + ইচ্ছা=শুভেচ্ছা।

১.

অ/আ + অ/আ = আ

যেমনঃ নর + অধম = নরাধম হিম + আলয় = হিমালয়

যথা + অর্থ = যথার্থ বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়

২.

অ/আ + ই/ঈ = এ

যেমন- শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট

পরম + ঈশ = পরমেশ মহা + ঈশ = মহেশ।

এরূপ- পূর্ণেন্দু, শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বেচ্ছা, নরেশ, রমেশ, নরেন্দ্র ইত্যাদি।

৩.

অ/আ + উ/ঊ = ও

যেমন- সূর্য + উদয় = সূর্যোদয় যথা+উচিত= যথোচিত

গৃহ + ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি

এরূপ- নীলোৎপল, চলোর্মি, মহোৎসব, নবোঢ়া, ফলোদয়, যথোপযুক্ত, হিতোপদেশ, পরোপকার, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি

৪.

অ/আ + ঋ = অর্

যেমন- দেব + ঋষি = দেবর্ষি, মহা + ঋষি = মহর্ষি।

এরূপ - অধমর্ণ, উত্তমর্ণ, সপ্তর্ষি, রাজর্ষি ইত্যাদি।

৫.

অ/আ + ঋত = আর্

যেমন- শীত + ঋত = শীতার্ত, তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত।

এরূপ- ভয়ার্ত, ক্ষুধার্ত ইত্যাদি।

৬.

অ/আ + এ/ঐ = ঐ

যেমন- জন + এক = জনৈক সদা + এব = সদৈব

মত + ঐক্য = মতৈক্য মহা+ ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য।

এরূপ- হিতৈষী, সর্বৈব, অতুলৈশ্বর্য ইত্যাদি।

৭.

অ/আ + ও/ঔ = ঔ

যেমন- বন + ওষধি = বনৌষধি মহা + ওষধি = মহৌষধি

পরম + ঔষধ = পরমৌষধ মহা + ঔষধ = মহৌষধ।

৮.

ই/ঈ + ই/ঈ = ঈ

যেমন- অতি + ইত = অতীত পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা

সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র সতী + ঈশ = সতীশ।

এরূপ- গিরীন্দ্র, ক্ষিতীশ, মহীন্দ্র, শ্রীশ, পৃথ্বীশ, অতীব, প্রতীক্ষা, প্রতীত, রবীন্দ্র, দিলীশ্বর ইত্যাদি।

৯.

ই/ঈ + অন্যস্বর = য্-ফলা

যেমন- অতি + অন্ত = অত্যন্ত ইতি +আদি = ইত্যাদি।

অতি +উক্তি = অত্যুক্তি প্রতি + উষ = প্রত্যুষ।

মসী+আধার= মস্যাধার প্রতি + এক = প্রত্যেক।

নদী + অম্বু = নদ্যম্বু অতি + অধিক = অত্যধিক

এরূপ- প্রত্যহ, গত্যন্তর, প্রত্যাশা, প্রত্যাবর্তন, আদ্যন্ত, যদ্যপি, পর্যন্ত, অভ্যুত্থান, অগ্ন্যুৎপাত, অত্যাশ্চর্য, প্রত্যুপকার ইত্যাদি।

১০.

উ/ঊ + উ/ঊ = ঊ

যেমন- মরু + উদ্যান = মরূদ্যান বহু + ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব

বধূ + উৎসব = বধূৎসব ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।

১১.

উ/ঊ + অন্যস্বর = ব্-ফলা

যেমন- সু + অল্প = স্বল্প সু + আগত = স্বাগত

অনু + ইত = অন্বিত তনু + ঈ = তন্বী।

অনু +এষণ = অন্বেষণ

এরূপ - পশ্বধম, পশ্বাচার, অন্বয়, মন্বন্তর ইত্যাদি।

১২.

ঋ + অন্যস্বর = র্-ফলা

যেমন- পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়, পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ।

১৩.

এ/ঐ/ও/ঔ + অন্যস্বর আসলে
এ= অয়্, ঐ= আয়্, ও= অব্, ঔ= আব্

যেমন- নে + অন = নয়ন নৈ + অক = নায়ক

শে + অন = শয়ন গৈ + অক = গায়ক

পো + অন = পবন পৌ + অক = পাবক

লো + অন = লবণ গো + আদি = গবাদি।

গো + এষণা =গবেষণা নৌ + ইক = নাবিক

পো + ইত্র = পবিত্র ভৌ + উক = ভাবুক।

১৪. কতগুলো সন্ধি কোনো নিয়ম অনুসারে হয় না, এগুলোকে 'নিপাতনে সিদ্ধ' বলে।

যেমন- কুল + অটা = কুলটা (কুলাটা নয়),

গো + অক্ষ = গবাক্ষ (গবক্ষ নয়),

প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ় (প্রোঢ় নয়),

অন্য + অন্য = অন্যান্য,

মার্ত + অ- = মার্তণ্ড,

শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন।

MUSAFIR RAHAD

ব্যঞ্জনসন্ধির আলোচনা

স্বরে - ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে - স্বরে বা ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। এ দিক থেকে ব্যঞ্জন সন্ধিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি   ২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জন ধ্বনি।

[redacted]

ক্ , চ্ , ট্ , ত্ , প্ - এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো যথাক্রমে গ্ , জ্ , ড্ (ড়্), দ্ , ব্ হয়। পরবর্তী স্বরধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়।

যেমন- দিক্ + অন্ত = দিগন্ত   ণিচ্+ অন্ত = ণিজন্ত।

ষট্ + আনন = ষড়ানন   তৎ + অবধি = তদবধি।

সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত।

এরূপ- বাগীশ, তদন্ত, বাগাড়ম্বর, কৃদন্ত, সদানন্দ, সদুপায়, সদুপদেশ, জগদিন্দ্র ইত্যাদি।

যেমনঃ বাক্ + দান = বাগদান   ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র।

উৎ+ ঘাটন = উদ্ঘাটন উৎ + বন্ধন = উদ্বন্ধন।

তৎ + রূপ = তদ্রূপ।

এরূপ - দিগ্বিজয়, উদ্যম, উদ্গার, উদ্গিরণ, উদ্ভব, বাগ্জাল, বাগ্দেবী ইত্যাদি।

২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

স্বরধ্বনির পর ছ থাকলে উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটি দ্বিত্ব (চ্ছ) হয়।

যেমন- এক + ছত্র = একচ্ছত্রকথা+ছলে = কথাচ্ছলে।

পরি + ছদ = পরিচ্ছদ।

এরূপ - মুখচ্ছবি, বিচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, বিচ্ছিন্ন, অঙ্গচ্ছেদ, আলোকচ্ছটা, প্রতিচ্ছবি, প্রচ্ছদ, আচ্ছাদন, বৃক্ষাচ্ছায়া, স্বচ্ছন্দে, অনুচ্ছেদ প্রভৃতি।

৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি :

(র) ত্ ও দ্ - এর পর চ্ ও ছ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়।

যেমন- সৎ + চিন্তা = সচ্চিন্তা   উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।

বিপদ + চয় = বিপচ্চয় শরৎ+চন্দ্র= শরচ্চন্দ্র ।

এরূপ - উচ্চারণ, বিপচ্ছায়া, সচ্চরিত্র, তচ্ছবি, সচ্চিদানন্দ প্রভৃতি।

(রর) ত্ ও দ্ - এ পর জ্ ও ঝ্ থাকলে ত্ ও দ্ - এর স্থানে জ্ হয়।

যেমন- সৎ + জন = সজ্জন   বিপদ+জাল = বিপজ্জাল।

কুৎ+ঝটিকা=কুজ্ঝটিক জগৎ + জীবন = জগজ্জীবন

এরূপ - উজ্জ্বল, তজ্জন্য, যাবজ্জীবন ইত্যাদি।

(ররর) ত্ ও দ্ - এর পর শ্ থাকলে ত্ ও দ্ - এর স্থলে চ্ এবং শ্ - এর স্থলে ছ্ উচ্চারিত হয়।

যেমন- উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস। এরূপ - চলচ্ছক্তি, উচ্ছৃঙ্খল ইত্যাদি।

(রা) ত্ ও দ্ - এর পর ড্ থাকলে ত্ ও দ্ এর স্থানে ড্ হয়।

যেমন- উৎ + ডীন = উড্ডীন। এরূপ - বৃহড্ঢক্কা।

(া) ত্ ও দ্ - এর পর হ থাকলে ত্ ও দ্ - এর স্থলে দ্ এবং হ্-এর স্থলে ধ্ হয়।

যেমন- উৎ + হার = উদ্ধার,   পদ্ + হতি = পদ্ধতি।

এরূপ- উদ্ধৃত, উদ্ধত, তদ্ধিত ইত্যাদি।

৫. ঙ, ঞ, ণ, ন, ম পরে থাকলে পূর্ববর্তী অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনি সেই বর্গীয় ঘোষ স্পর্শ ধ্বনি কিংবা নাসিক্য ধ্বনি হয়।

যথা- দিক্+ নির্ণয় = দিগ্নির্ণয় বা দিঙ্ নির্ণয়।

তৎ + মধ্যে = তদ্মধ্যে বা তন্মধ্যে।

লক্ষণীয়: এ রূপ ক্ষেত্রে সাধারণত নাসিক্য ব্যঞ্জনই বেশি প্রচলিত।

যেমন - বাক্ + ময় = বাঙ্ময়,   তৎ + ময় = তন্ময়,

মৃৎ +ময় = মৃন্ময়,   জগৎ + নাথ = জগন্নাথ

এরূপ – উন্নয়ন, উন্নীত, চিন্ময় ইত্যাদি।

৩. ম্ এর পর যে কোনো বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম্ ধ্বনিটি সেই বর্গের নাসিক্য ধ্বনি হয়।

যেমন- শম্ + কা = শঙ্কা   সম্ + চয় = সঞ্চয়

সম্ + তাপ = সন্তাপ

এরূপ - কিম্ভূত, সন্দর্শন, কিন্নর, সম্মান, সন্ধান, সন্ন্যাস ইত্যাদি।

৪. ম্ - এর পর অন্তঃস্থ ধ্বনি য, র, ল, ব কিংবা শ, ষ, স, হ থাকলে, ম্ স্থলে অনুস্বার (ং) হয়।

যেমন- সম্ + যম = সংযম   সম্ + বাদ = সংবাদ,

সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ   সম্ + লাপ = সংলাপ,

সম্ + শয় = সংশয়   সম্ + সার = সংসার,

সম্ + হার = সংহার।

এরূপ - বারংবার, কিংবা, সংবরণ, সংযোগ, সংযোজন, সংশোধন, সর্বংসহা, স্বয়ংবরা। ব্যতিক্রম : সম্রাট (সম্ + রাট)।

৫. চ্ ও জ্ - এর পরে নাসিক্য ধ্বনি তালব্য হয়।

যেমন- যাচ্ + না = যাচ্ঞা,   রাজ্ + নী = রাজ্ঞী,

যজ্ + ন = যজ্ঞ।

৬. দ্ ও ধ্ - এর পরে ক, চ, ট, ত, প, খ, ছ, ঠ, থ, ফ থাকলে দ্ ও ধ্ স্থলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়।

যেমন- তদ্ + কাল = তৎকাল,   ক্ষুধ্ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা।

এরূপ- হৃৎকম্প, তৎপর, তত্ত্ব ইত্যাদি।

৭. দ্ কিংবা ধ্ - এর পরে স্ থাকলে, দ্ ও ধ্ স্থলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়।

যেমন- বিপদ+সংকুল = বিপৎসংকুল,তদ্ + সম = তৎসম।

৮. ষ - এর পরে ত্ বা থ্ থাকলে, যথাক্রমে ত্ ও থ্ স্থানে ট্ ও ঠ্ হয়।

যেমন- কৃষ্ + তি = কৃষ্টি,   ষষ্ + থ = ষষ্ঠ।

৯. বিশেষ নিয়মে সাধিত কতগুলো সন্ধি :

উৎ + স্থান = উত্থান   সম + কার = সংস্কার

উৎ + স্থাপন = উত্থাপনসম্ + কৃত = সংস্কৃত

পরি + কার = পরিষ্কার।

এরূপ = সংস্কৃতি, পরিস্কৃত ইত্যাদি।

১০. কতকগুলো সন্ধি নিপাতনে সিদ্ধ হয় :

আ + চর্য = আশ্চর্য   গো + পদ = গোষ্পদ

বন + পতি = বনস্পতি বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি,

তৎ + কর = তস্কর   পর + পর = পরস্পর,

মনস + ঈষা = মনীষা ষট্ + দশ = ষোড়শ,

এক + দশ = একাদশ পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি

MUSAFIR RAHAD

বিসর্গ সন্ধির আলোচনা

সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে পদের অন্তস্থিত র্ ও স্ অনেক ক্ষেত্রে অঘোষ উষ্ম ধ্বনি অর্থাৎ হ্ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় এবং তা বিসর্গ (ঃ) রূপে লেখা হয়।

র্ ও স্ বিসর্গ ব্যঞ্জন ধ্বনিমালার অন্তর্গত। সে কারণে বিসর্গসন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধির অন্তর্গত। বস্তুত বিসর্গ র্ এবং স্ - এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

বিসর্গকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

র - জাত বিসর্গ : র্ স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে র - জাত বিসর্গ। যেমন- অন্তর - অন্তঃ, প্রাতর - প্রাতঃ, পুনর - পুনঃ ইত্যাদি।

স্ - জাত বিসর্গ : স্ স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে স্ - জাত বিসর্গ। যেমন- নমস্ - নমঃ, পুরস্ - পুরঃ, শিরস্ - শিরঃ ইত্যাদি।

বিসর্গের সাথে অর্থাৎ র্ ও স্ - এর সাথে স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে।

বিসর্গ সন্ধি দু' ভাবে সাধিত হয় :

১. বিসর্গ + স্বর :

অ - ধ্বনির পরস্থিত (অঘোষ উষ্মধ্বনি) বিসর্গের পর অ ধ্বনি থাকলে অ + ঃ + অ - এ তিনে মিলে ও- কার হয়।

যেমন- ততঃ + অধিক = ততোধিক।

২. বিসর্গ + ব্যঞ্জন :

যেমন- তিরঃ + ধান = তিরোধান মনঃ + রম = মনোরম
মনঃ + হর = মনোহর তপঃ + বন = তপোবন

যেমন - অন্তঃ + গত = অন্তর্গত অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান
পুনঃ + আয় = পুনরায় পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত
অহঃ + অহ = অহরহ

এরূপ- পুনর্জন্ম, পুর্নবার, প্রাতরুত্থান, অন্তর্ভুক্ত, পুনরপি, অন্তর্বর্তী ইত্যাদি।

যেমন- নি ঃ + আকার = নিরাকার, আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ,
দুঃ+ যোগ = দুর্যোগ ইত্যাদি।

এরূপ - নিরাকরণ, জ্যোতির্ময়, প্রাদুর্ভাব, নির্জন, বহির্গত, দুর্লোভ, দুরন্ত ইত্যাদি।

ঃ + চ / ছ = শ + চ / ছ	নিঃ + চয় = নিশ্চয় শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ
ঃ + ট / ঠ = ষ + ট / ঠ	ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর
ঃ + ত / থ = স + ত / থ	দুঃ + তর = দুস্তর দুঃ + থ = দুস্থ

যেমন- নম ঃ + কার = নমস্কার পদ ঃ + খলন = পদস্খলন
নি ঃ + কর = নিষ্কর দু ঃ + কর = দুষ্কর।

এরূপ- পুরস্কার, মনস্কামনা, তিরস্কার, চতুষ্পদ, নিষ্ফল, নিষ্পাপ,দুষ্প্রাপ্য, বহিষ্কৃত, দুষ্কৃতি, আবিষ্কার, চতুষ্কোণ, বাচস্পতি, ভাস্কর ইত্যাদি।

কয়েকটি বিশেষ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ

বাচঃ + পতি = বাচস্পতি ভাঃ + কর = ভাস্কর
অহঃ + নিশা = অহর্নিশঅহঃ + অহ= অহরহ ইত্যাদি।

।র. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ধির বিসর্গ লোপ হয় না।
যেমন- প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল, মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট, শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া।

ব্যতিক্রম :

নিঃ + রব = নীরব, নিঃ + রস = নীরস

।রর. যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি স্ত, স্থ কিংবা স্প পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গ অবিকৃত থাকে অথবা লোপ পায়। যেমন-
নিঃ + স্তব্ধ = নিঃস্তব্ধ কিংবা নিস্তব্ধ, দুঃ + স্থ = দুঃস্থ কিংবা দুস্থ।
নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ কিংবা নিস্পন্দ।

প্রশ্ন ও সমাধান

০১. 'হিমাচল' শব্দের সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি
অ. হিমা + আচল ই. হিম + আচল
ঈ. হিম + আঁচল উ. হিমা + আঁচল ঊ. হিম+অচল

০২. নবোঢ়া শব্দটির সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?
অ. নব + উঢ়া ই. নৌ + ওঢ়া
ঈ. নবো + উঢ়া উ. নব + ঊঢ়া

০৩. 'পরীক্ষা' এর সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?
অ. পরী + ইক্ষা ই. পরি + ঈক্ষা
ঈ. পরী + ঈক্ষা উ. পরি + ইক্ষা

০৪. 'ক্ষুৎপিপাসা' এর সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?
অ. ক্ষুধা + পিপাসা ই. ক্ষুৎ + পিপাসা
ঈ. ক্ষুধ্ + পিপাসা উ. ক্ষুত + পিপাসা

০৫. 'নিরাকরণ' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?
অ. নিঃ + আকরণ ই. নির + আকরণ
ঈ. নিঃ + করণ উ. নিরা + করণ

০৬. পরস্পর শব্দটি কোন ধরনের সন্ধির উদাহরণ]
অ. ব্যঞ্জনসন্ধি ই. স্বরসন্ধি
ঈ. নিপাতনে সিদ্ধসন্ধি উ. কোনটিই নয়

০৭. 'মৃদঙ্গ' শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ কোন্টি?
অ. মৃৎ + অঙ্গ ই. মৃদং + গ
ঈ. মৃদ + অঙ্গ উ. মৃদঙ + অঙ্গ

০৮. 'বনস্পতি' এর সন্ধি-বিচ্ছেদ-
অ. বনস + পতি ই. বনষ + পতি
ঈ. বন + পতি উ. বনঃ + পতি

০৯. 'ষোড়শ'-এর সন্ধি-বিচ্ছেদ কোন্টি?
অ. ষট্ + অশ ই. ষট্ + দশ
ঈ. ষড্ + অশ উ. ষড্ + দশ

১০. 'তন্বী' এর সন্ধি-বিচ্ছেদ-
অ. তনু + নী ই. তনু + ঈ
ঈ. তন + নী উ. তনু + নব

১১. 'দুরূহ' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ–
অ. দুঃ + উহ ই. দুঃ + রূহ
ঈ. দূর + উহ উ. দুর + হ

১২. 'মহৈশ্বর্য' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?]
অ. মহা + ঐশ্বর্য ই. মহ + ঐশ্বর্য
ঈ. মহৈ + ঐশ্বর্য উ. মহো + ঐশ্বর্য

MUSAFIR RAHAD

১৩. 'দ্যুলোক' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?
অ. দ্বি + লোক ই. দিব্ + লোক
ঈ. দুঃ + লোক উ.দ্বিঃ + লোক

১৪. 'সতীন্দ্র' শব্দের সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি হবে?
অ. সতি+ঈন্দ্র ই. সতী + ইন্দ্র
ঈ. সতী + ঈন্দ্র উ.সতী + ন্দ্র

১৫. 'অন্বিত' শব্দের সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি হবে?
অ. অনু+ইত ই. অনু+নিত
ঈ. অনু+ঈত উ. অনু+বিত

১৬. বৃষ্টি' শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?
অ. বৃস+টি ই. বৃশ+টি
ঈ. বৃষ+তি উ. বৃষ+টি

১৭. "অন্বেষণ"– এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
অ. অন্বে + ষণ ই. অনে + ষন
ঈ. অনো + এষণ উ. অনূ + এষন ঊ. অনু+এষণ

১৮. 'গবেষণা' শব্দের সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?
অ. গো + এষণা ই. গব + এষণা
ঈ. গৌ + ব্রষণা উ. গব + এষনা

১৯. 'তৃষ্ণার্ত' শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ–
অ. তৃষ্ণা+ঋত ই. তৃষ্ণা+রিত
ঈ. তৃষ্ণা+আত উ. তৃষ্ণা+ঋত

২০. 'প্রেম' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ–
অ. পৃ + ইমন ই. প্রিয় + ইমন
ঈ. প্রম + ইমন উ. প্রে + ইমন

২১. 'ধর্মাধর্ম' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ হল–
অ. ধর্ম + আধর্ম ই. ধর্মা + ধর্ম
ঈ. ধর্ম + আ + ধর্ম উ. ধর্ম + অধর্ম

২২. 'উচ্ছাস' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
অ. উ + শাস ই. উৎ + শ্বাস
ঈ. উৎ + শাস উ. উৎ + আশ

২৩. "কিংবদন্তী" শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ হল–
অ. কিম + দন্তী ই. কিম্ + বদন্তী
ঈ. কিং + দন্তী উ. কিং + বদন্তী

২৪. নিচের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ হয়ে সন্ধিবদ্ধ হয়েছে?
অ. বিমুগ্ধ ই. তস্কর
ঈ. আদ্যন্ত উ. সংশেস্নষ

২৫. 'পতঞ্জলি' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ–
অ. পতঃ+অঞ্জলি ই. পতৎ+অঞ্জলী
ঈ. পত্+অঞ্জলি উ. পতৎ+অঞ্জলি

২৬. সন্ধিঘটিত কোন শব্দটি শুদ্ধ?
অ. বৃহদংশ ই. জাত্যাভিমান
ঈ. আদ্যান্ত উ. শিরোচ্ছেদ

২৭. কোনটিতে সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে?
অ. শরৎ+চন্দ্র = শরৎচন্দ্র ই. জগৎ+মোহন= জগমোহন
ঈ. চলৎ+শক্তি = চলচ্ছক্তি উ. বাক্+ইশ্বরী= বাগীশ্বরী

২৮. 'অহরহ'– শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ:
অ. অহ + রহ ই. অহঃ + হ
ঈ. অহঃ + রহ উ.অহঃ +অহ

২৯. 'মনীষা' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
অ. মন+ ইষা ই. মন + ঈষা
ঈ. মনস + ঈষা উ. মনস + ইষা

৩০. 'অহংকার'- এর সন্ধি বিচ্ছেদ হল–
অ. অহ্ম + কার ই. অহঃ + কার
ঈ. অহং + কার উ. অহোং + কার

উত্তরমালা									
০১	ই	০২	উ	০৩	ই	০৪	ঈ	০৫	অ
০৬	ঈ	০৭	অ	০৮	উ	০৯	ই	১০	ই
১১	অ	১২	অ	১৩	ই	১৪	ঈ	১৫	অ
১৬	ঈ	১৭	উ	১৮	অ	১৯	অ	২০	ই
২১	উ	২২	ই	২৩	ই	২৪	ই	২৫	উ
২৬	অ	২৭	অ	২৮	উ	২৯	ঈ	৩০	অ

পুরুষ ও স্ত্রী-বাচক শব্দ

- খাঁটি বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রী-বাচক শব্দ মূলত – ২ভাগে বিভক্ত।
- পতি ও পত্নীবাচক অর্থে গঠিত পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের দৃষ্টান্ত - মা-বাবা, ভাই-ভবি।
- সাধারণ পুরুষ বা স্ত্রী জাতীয় অর্থে গঠিত পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের দৃষ্টান্ত – বালক-বালিকা, খোকা-খুকি।
- 'ন'-প্রত্যয় যোগে গঠিত স্ত্রী-বাচক শব্দ- ঠাকুর-ঠাকুরণ
- ***'আনী'-প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ স্ত্রী-বাচকতা না বুঝিয়ে অন্য অর্থ বোঝায় - অরণ্য-অরণ্যানী।***
- খাঁটি বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয় - ঈ, নি, নী, আনী, ন পত্যয় যোগ করে।
- ***অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করে: ডাক্তার-ডাক্তারনী, জমিদার-জমিদারনী, মাস্টার-মাস্টারনী।***
- বাংলায় কতগুলো তৎসম স্ত্রী-বাচক শব্দের পরে – স্ত্রীবাচক প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন, অভাগী-অভাগিনী, ননদ-ননদিনী, গোপী-গোপিনী।
- *বিদেশি স্ত্রীবাচক শব্দ-খান-খানম, মরদ-জেনানা, সুলতান-সুলতানা।*
- *পুরুষ-বাচক শব্দের দু'টো করে স্ত্রীবাচক শব্দের উদাহরণ – দেবর-ননদ ও জা, ভাই-বোন ও ভাবী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষকপত্নী, বন্ধু-বান্ধবী ও বন্ধুপত্নী, দাদা-দিদি ও বৌদি।*
- ***ক্ষুদ্রার্থে 'ইকা' প্রত্যয় যুক্ত করে স্ত্রীবাচক শব্দ - নাটক-নাটিকা।***
- ***বৃহদার্থে 'আনী' প্রত্যয় যুক্ত করে স্ত্রীবাচক শব্দ - অরণ্য- অরণ্যানী।***
- *নিত্য পুরুষ-বাচক শব্দের উদাহরণ–কবিরাজ, ঢাকী, কৃতদার, রাষ্ট্রপতি।*
- *নিত্য-স্ত্রীবাচক শব্দের উদাহরণ – ডাইনী, পেত্নী, শাঁকচুন্নী, সতীন, এয়ো, দাই, সৎমা, সধবা।*
- *নিত্য স্ত্রীলোক (তৎসম শব্দ) – অর্ধাঙ্গিনী, কুলটা, অন্তঃসত্তা অসূর্যম্পশ্যা, অরক্ষণীয়া, সপত্নী।*

MUSAFIR RAHAD

বাংলা পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ	
বেঙ্গামা- বেঙ্গমী	বাঘ-বাঘিনী
কমার- কুমারনী	ঠাকুর-ঠাকরুন/ঠাকুরাইন
মজুর-মজুরনী	এঁড়ে বাছুর-বকনা বাছুর
ভিখারী-ভিখারিনী	বলদগরু-গাই গরু
ঠাকুর-ঠাকুরাণ	নাপিত নাপিতানী
মান্দা ঘোড়া- মাদী ঘোড়া	শুক- সারী
মান্দা হাঁস- মাদী হাঁস	বেয়াই- বেয়াইন

সংস্কৃত পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ	
মৃত-মৃতা	নিশাচর-নিশাচরী
ভয়ংকর-ভয়ংকরী	নর্তক-নর্তকী
প্রথম-প্রথমা	মাতুল-মাতুলানী
নবীন-নবীনা	কুহক-কুহকিনী
আচার্য-আচার্যানী	শূদ্র-শূদ্রা/শূদ্রানী
ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া	মায়াবী-মায়াবিনী

বিশেষ নিয়মে সাধিত পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ	
সভাপতি-সভানেত্রী	শিক্ষক- শিক্ষয়িত্রী
শ্রোতা- শ্রোত্রী	ধাতা-ধাত্রী
মহৎ- মহতী	সৎ- সতী
রূপবান-রূপবতী	সম্রাট-সম্রাজ্ঞী
রাজা-রাজ্ঞী	গরীয়ান-গরিয়সী

প্রশ্ন ও সমাধান

01. বৃহৎ অর্থে স্ত্রালিঙ্গ কোনটি?
A. অরণ্যানী B. নাটিকা
C. নারানী D. নাপিতানী

02. স্ত্রী জাতীয় কাউকে সম্বোধনে ব্যবহৃত হয়-
A. সুজনেসু B. কল্যাণীয়েষু
C. সুজনিয়াষু D. সুজনীয়াস

03. 'পত্নী' অর্থে ব্যবহৃত স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
A. নেত্রী B. বিদূষী
C. নানী D. কিশোরী।

04 .কোনটি নিত্য পুংলিঙ্গ শব্দ নয়?
A. পুরোহিত B. কৃতদার
C. স্ত্রৈণ D. পাগল

05. 'গুরু' শব্দের নারীবাচক শব্দ কোনটি?
A. গুর্বি B. গুর্বী
C. গূর্বি D. গুরুত্ব

06. নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ কোনটি?
A. জেনানা B. শিক্ষয়িত্রী
C. অরক্ষণীয়া D. হিমানী

07. লিঙ্গান্তর হয় না–
A. সাহেব B. বেয়াই
C. জঙ্গি D. কবিরাজ

08. 'নাটিকা' কোন অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ?
A. বৃহদার্থে B. ব্যাঙ্গার্থে
C. সাদৃশ্য অর্থে D. ক্ষুদ্রার্থে

09. নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দের উদাহরণ কোনটি?
A. গোপিনী B. শাকচুন্নী
C. মালিনী D. কাঙালিনী

10. কোন শব্দটির পুরুষবাচক রূপ নেই?
A. সতী B. ঠাকুরন
C. ঝি D. ষোড়শী

11. ইকা-প্রত্যয় কোন শব্দে ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
A. সেবিকা B. মালিকা
C. বালিকা D. চালিকা

12. কোন শব্দটির স্ত্রীবাচক শব্দ নেই?
A. সিংহ B. কাপুরুষ
C. নর D. সম্রাট

13. কোনটি নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ?
A. হুজুরাইন B. ঠাকুরণ
C. পাগলী D. ডাইনী

14. কোনটি নিত্য পুরুষবাচক শব্দ?
A. কবিরাজ B. বামন
C. প্রধানমন্ত্রী D. কাপুরুষ

15. 'পুস্তিকা' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়?
A. স্ত্রীলিঙ্গ B. উভয়লিঙ্গ
C. ক্ষুদ্রার্থে D. বৃহদার্থে

16. নিচের কোনটি নিত্য স্ত্রী-বাচক শব্দ?
A. পেত্নী B. মুরগী
C. মেথর D. ভিখারী

উত্তরমালা									
01	A	02	B	03	C	04	D	05	B
06	C	07	D	08	D	09	B	10	C
11	B	12	B	13	D	14	A	15	C

MUSAFIR RAHAD